হোমিওপ্যাথিক

পশুপাখি পালন ও চিকিৎসা

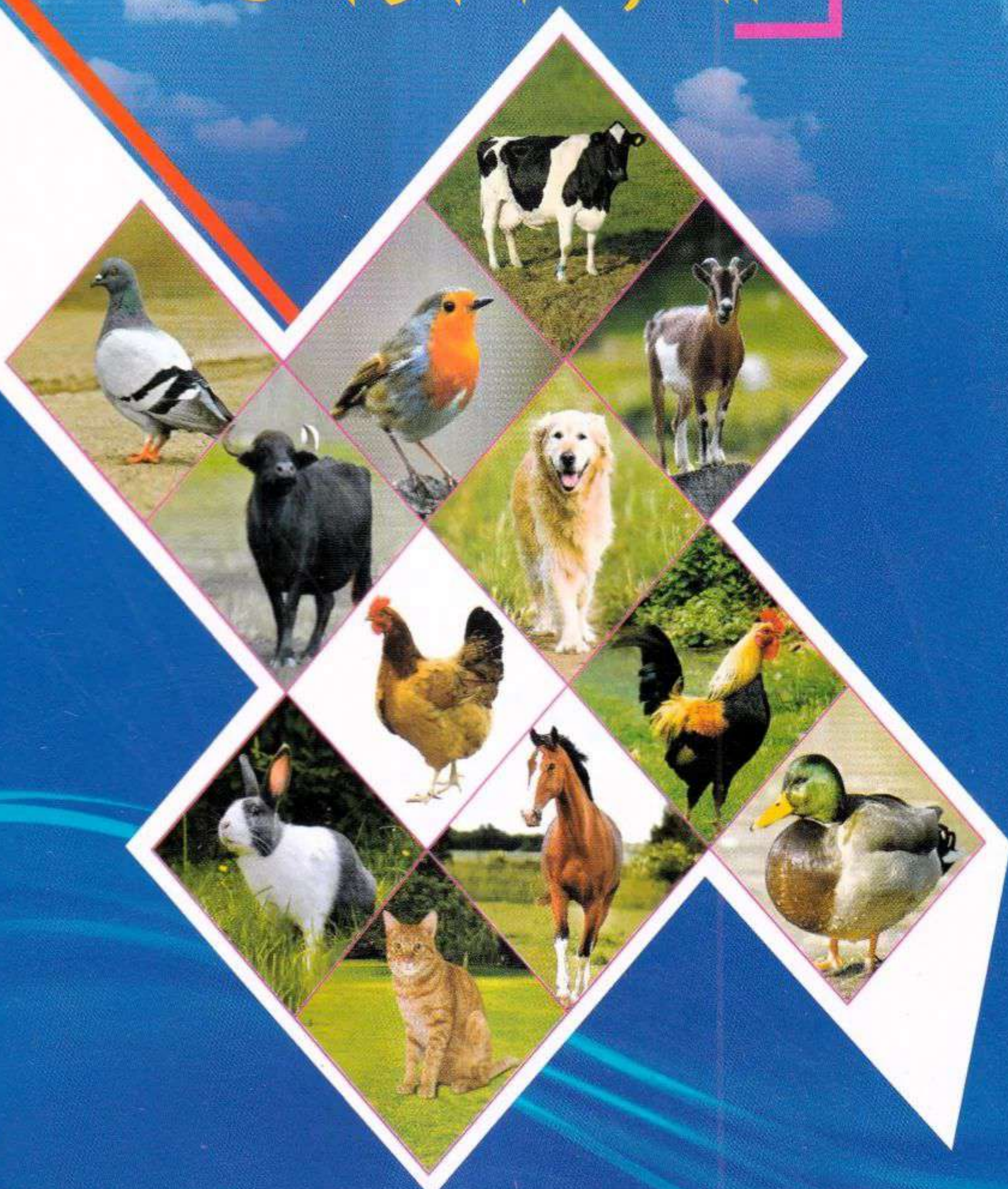

ডা.এ.কে. চাকলাদার

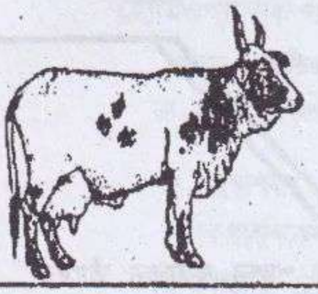

বিষয় সূচী

বিষয়			পাতা
● গবাদি পশুপালনের প্রয়োজনীয়তা	......	......	১
□ গরু : গরুর দেহকঙ্কালের বিভিন্ন অস্থিসমূহ	......	......	২
ভারতের বিভিন্ন জাতি/প্রজাতির গরু	......	......	৪
পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত বিভিন্ন প্রজাতির গরুর সংক্ষিপ্ত পরিচয়	......	......	৬
□ মহিষ : মহিষের শ্রেণীবিভাগ—ভাদাবারি, নাগপুরী, মুরহ, সুরি	......	......	৯
□ ছাগল : ছাগলের শ্রেণীবিভাগ—যমুনাপারী, বারবারি, বিটাল,	......	......	১২
□ শূকর : উন্নত জাতের শূকর- মিডল হোয়াইট, বার্কশায়ার, লান্ডরেশ, হ্যাম্পশায়ার		......	১৩
● গৃহপালিত প্রাণীজ প্রজাতি	......	......	১৫
□ মুরগী :	......	......	১৫
মুরগীর শ্রেণীবিভাগ—এশিয়াটিক ব্রিড, মেডিটেরিয়ান ব্রিড, আমেরিকান ব্রিড,		......	১৬
□ হাঁস : হাঁসের শ্রেণীবিভাগ—ইন্ডিয়ান রানার, খাকি ক্যাম্পবেল, অ্যায়লেসবারী, মাসকোভি		......	১৭
● পশু ও পাখি চিকিৎসা	......	......	১৯
● পশুপাখিদের শারীরিক লক্ষণগুলির পর্যবেক্ষণ	......	......	২০
○ খাওয়া চেবানোর ভঙ্গী ○ পরিপাক যন্ত্র ○ খাদ্য গিলবার কষ্ট ○ জলপানের লক্ষণ ○ বমি			
○ রোমন্থন লক্ষণ ○ তাপমাত্রা পরীক্ষা			
● পশু-পাখিদের রোগ নির্ণয় পদ্ধতি এবং পরীক্ষা	......	......	২৪
○ পায়খানা পরীক্ষা ○ মুখ পরীক্ষা ○ দাঁতের পরীক্ষা ○ ঘা পরীক্ষা ○ খাদ্যনালী এবং			
ফ্যারিংসের পরীক্ষা ○ উদর পরীক্ষা ○ লিভার পরীক্ষা ○ কৃমি রোগ ○			
● পশু-পাখিদের শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা	......	......	৩০
○ রক্ত চলাচল পরীক্ষা ○ নাড়ী পরীক্ষার পদ্ধতি ○ রক্ত পরীক্ষা ○ হৃদযন্ত্রের পরীক্ষা			
● পশু পাখীদের স্নায়বিক রোগ পরীক্ষার পদ্ধতি	......	......	৩৭
□ স্নায়বিক রোগের স্বরূপ আলোচনা	......	......	৩৮
○ চেতনার গোলযোগ ○ চলাচলে গোলযোগ			
● পশু চিকিৎসকের দায়িত্ব কর্তব্য এবং যোগ্যতা	......	......	৪১
● জন্তু জানোয়ারদের শারীরিক সংগঠন এবং ক্রিয়াকার্য	......	......	৪৩
□ পাকস্থলী—সরল পাকস্থলী, রোমন্থন পাকস্থলী, লিভার			

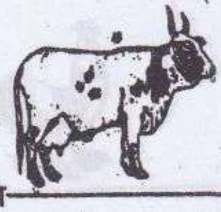

বিষয় — পাতা

- ● পশু-পাখিদের খাদ্য, প্রতিপালন এবং বাসস্থান ৪৮
  - ❑ গরুর খাদ্য—শর্করা জাতীয় খাদ্য, আমিষ জাতীয় খাদ্য, স্নেহ জাতীয় খাদ্য, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, জল, ... ৫২
  - ❑ বাছুরের খাদ্য ৫৯
  - ❑ ছাগলের খাদ্য ৬০
  - ❑ শূয়োরের খাদ্য ৬২
  - ❑ কুকুরের খাদ্য ৬২
  - ❑ মুরগীর খাদ্য ৬৪
- ● পশু চিকিৎসা এবং পশুপালনে সরকারী প্রচেষ্টা ৬৫
  - ❑ পশু খাদ্য, পশু চিকিৎসা ৬৫
  - ❑ ভেড়ার খাদ্য ৬৬
  - ❑ হাঁসের খাদ্য ৬৭
  - ❑ বাসস্থান ৬৮
  - ❑ গরু মোষের বাসস্থান ৬৯
  - ❑ ছাগলের বাসস্থান ৭০
  - ❑ ভেড়ার বাসস্থান ৭১
  - ❑ শূয়োরের বাসস্থান ৭১
  - ❑ কুকুরের বাসস্থান ৭২
    - ○ কুকুরের যত্ন এবং শিক্ষা ৭৩
  - ❑ মুরগীর বাসস্থান ৭৪
  - ❑ হাঁসের বাসস্থান ৭৫
- ● পাখিদের বিভিন্ন রোগ এবং চিকিৎসা : (ক) মুখ্য কারণ (খ) গৌণ কারণ ৭৫
  (ক) সংক্রামক রোগ (খ) অসংক্রামক রোগ
- ● পশু-পাখিদের বিভিন্ন রোগ এবং চিকিৎসা ৮০
  - ❑ চর্মরোগ : ৮০
    - ○ একজিমা (Eczema) ৮৪
    - ○ চুল উঠে যাওয়া, টাক পড়া (Alopecia) ৮৪
  - ❑ দাদ (Ringworm) ৮৫
  - ❑ আঁচিল (Wart) ৮৫

বিষয় — পাতা

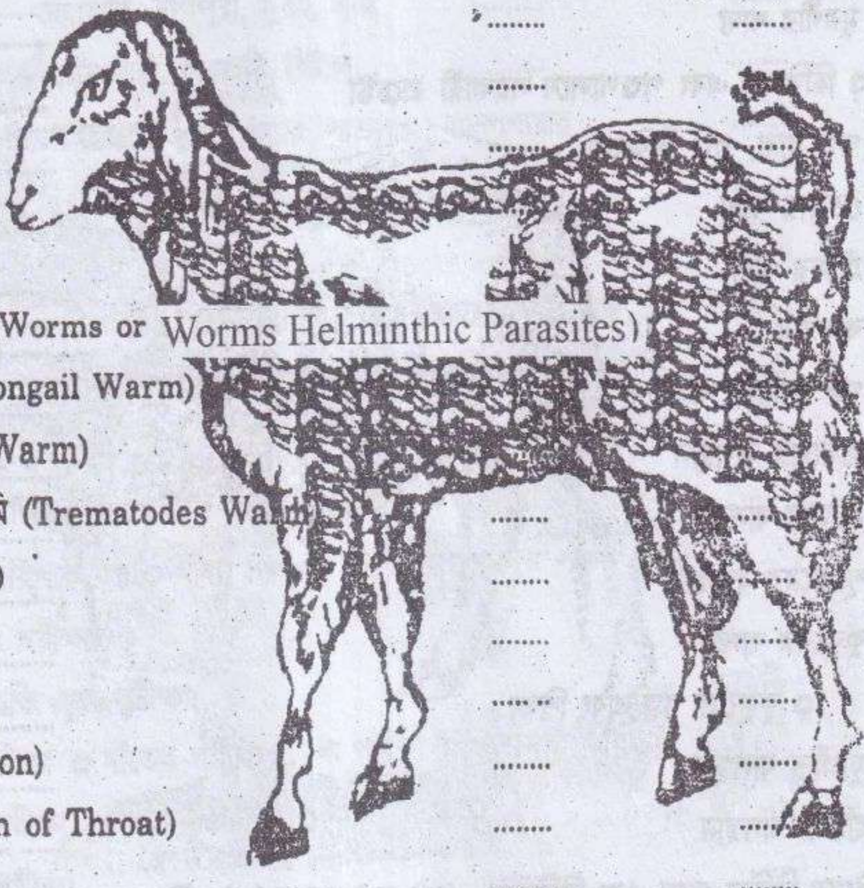

- ❑ পাঁচড়া (Scabies) ৮৬
- ❑ এঁসো বা খুরো রোগ (Foot to Mouth disease) ৮৭
- ❑ বিসর্প (Salat Anthony's fire) ৮৮
- ❑ কাউর ঘা ৯০
- ❑ বাত রোগ (Rheumatism) ৯০
- ❑ উদরাময় (Diarrhoea) ৯২
- ❑ অস্থি ভংগ (Fracture of Bone) ৯৫
- ❑ সম্পূর্ণ হাড় ভাঙা ৯৫
- ❑ হাড়ের স্থানচ্যুতি ৯৬
- ❑ আঘাত (Wonds) ৯৭
- ❑ কীটপতঙ্গাদির দংশন ৯৮
- ❑ সর্পাঘাত ৯৮
- ❑ ক্রিমি এবং পরজীবী ক্রিমি (Worms or Worms Helminthic Parasites) ৯৮
  - ○ ষ্ট্রঙ্গাইল ক্রিমি (Strongail Warm) ৯৯
  - ○ হুক ক্রিমি (Hook Warm) ১০০
  - ○ চেপ্টা বা পাতা ক্রিমি (Trematodes Warm) ১০০
- ❑ পেটে জল জমা (Ascities) ১০১
- ❑ শোথ (Dropsy) ১০৩
- ❑ আমবাত (Urticaria) ১০৪
- ❑ কোষ্ঠকাঠিন্য (Constipation) ১০৫
- ❑ গলা ফোলা (Inflamation of Throat) ১০৬
- ❑ কাশি (Cough) ১০৮
- ❑ ঘুংড়ি কাশি (Croup) ১০৯
- ❑ শ্বাসনালীর রোগ (Laryangotracheitis) ১১১
- ❑ কর্ণিয়ার ক্ষত (Ulceration of Cornea) ১১৩
- ❑ কানের রোগ (Disease of Ear) ১১৪
  - ○ কর্ণমূল গ্রন্থির প্রদাহ (Mumps) ১১৫
  - ○ কর্ণ প্রদাহ এবং কানের বেদনা (Otitis and Pain) ১১৬
  - ○ কর্ণমূল গ্রন্থির প্রদাহ (Mumps) ১১৬

বিষয়	পাতা
○ কান কামড়ানো বা কর্ণমূল (Otalgia)	১১৬
○ কান পাকা বা কান থেকে পুঁজ পড়া (Otorrhaea)	১১৭
❑ চোখ ওঠা (Conjunctivities)	১১৭
❑ রক্ত আমাশায় (Blood Dysentry)	১১৯
❑ যকৃতের প্রদাহ (Hepatitis)	১২০
❑ কামলা, ন্যাবা (Jaundice)	১২১
❑ বসন্ত রোগ (Pox)	১২৩
❑ বহুমূত্র রোগ (Diabetes Mellitus)	১২৫
❑ নিউমোনিয়া (Pneumonia)	১২৮
❑ মস্তিষ্কের ঝিল্লী প্রদাহ (Meningitis or Encephalitis)	১৩০
❑ ধনুষ্টঙ্কার (Tetanus)	১৩৩
❑ শূল বেদনা (Colic Pain)	১৩৬
❑ ডিপথিরিয়া (Diphtheria)	১৩৮
❑ জলাতঙ্ক রোগ (Rabies)	১৪১
❑ রিণ্ডার পেষ্ট (Rinder Pest)	১৪৩
❑ জ্বর (Fever)	১৪৫
❑ হাঁপানি (Asthma)	১৪৮
❑ যক্ষ্মা রোগ (Tuberculosis)	১৫০
❑ কলেরা (Cholera)	১৫২
❑ রিকেটস্ (Ricket)	১৫৫
● পশুর ঋতু (Oestrous Cyclic)	১৫৭
❑ প্রোইস্ট্রারাম (Proestrarum)	১৫৮
❑ ইস্ট্রারস (Oestrous)	১৫৮
❑ মেটেস্ট্রাম (Metestrum)	১৫৮
❑ ডাইইস্ট্রাম (Diestrum)	১৫৯
❑ গরু গরম হওয়ার লক্ষণসমূহ	১৫৯
● জন্তু জানোয়ারদের গর্ভ পরীক্ষা	১৫৯
❑ টেষ্টিস (Testis) :	১৬০
❑ ওভারী (Ovary) :	১৬০

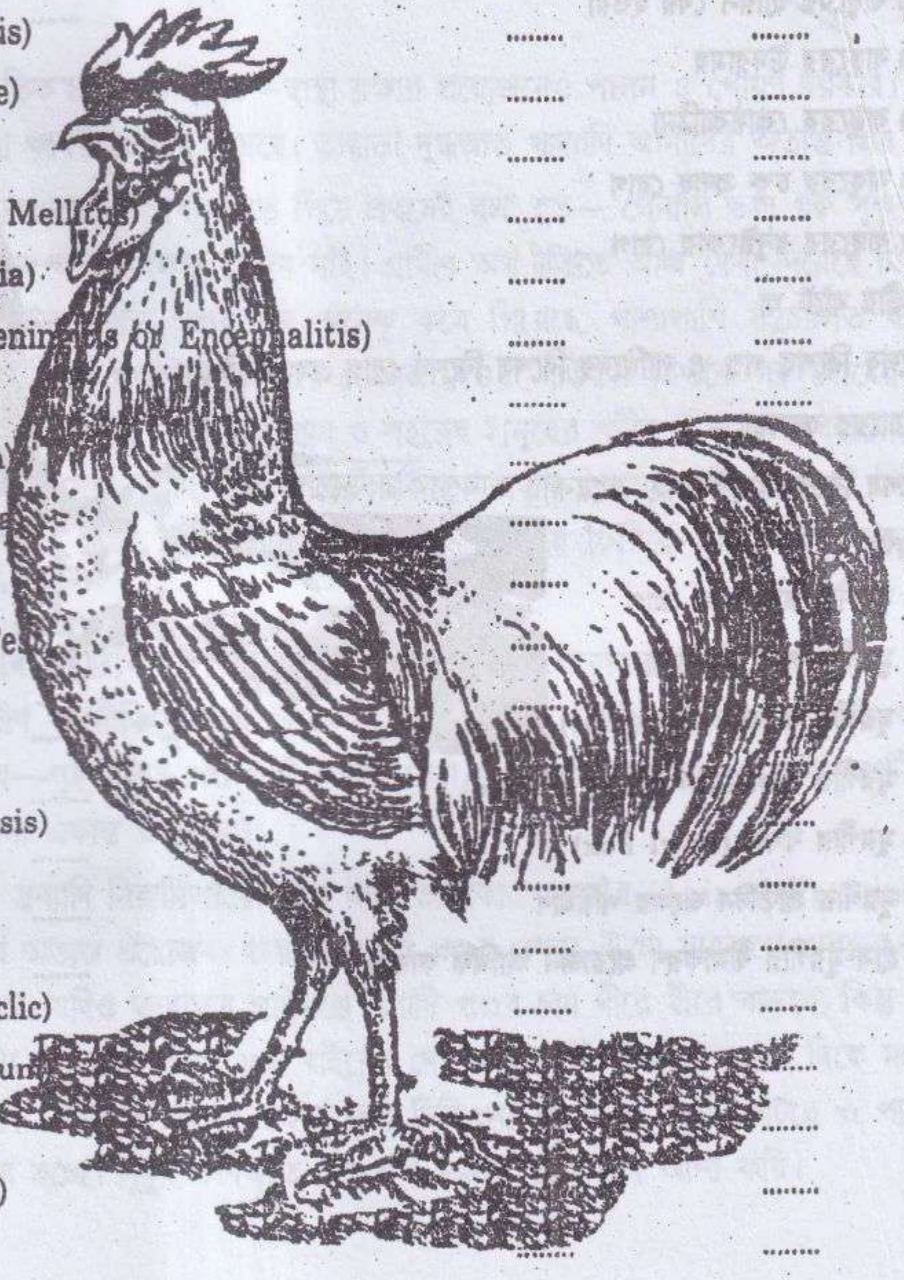

বিষয় — পাতা

- ❑ লেসিথিন (Lesithin) ১৬১
- ❑ ফুট টু মাউথ (Foot to Mouth) ১৬২
- ● নবজাত বাছুরের নানাবিধ রোগ উপসর্গ ১৬২
- ❑ বাছুরের নাভীর পুঁজ ১৬৪
- ❑ বাছুরের হারিস বের হওয়া ১৬৪
- ❑ বাছুরের উদরাময় ১৬৪
- ❑ বাছুরের কোষ্ঠকাঠিন্য ১৬৫
- ❑ বাছুরের চক্ষু প্রদাহ রোগ ১৬৫
- ❑ বাছুরের ধনুষ্টংকার রোগ ১৬৬
- ● গাভীর বাঁটে ঘা ১৬৬
- ● বিশেষ বিশেষ পশু ও পাখিদের বিশেষ বিশেষ রোগ এবং চিকিৎসা ১৬৭
- ● শূয়োরের কলেরা ১৬৭
- ● বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যসহ কয়েকটি আবশ্যকীয় উল্লেখ ১৬৯
- ● মুরগী ১৮৪
- ❑ মুরগীর রাণীক্ষেত রোগ ১৮৫
- ❑ মুরগীর সাদা পায়খানা ১৮৬
- ❑ মুরগীর কলেরা রোগ (Fowl ১৮৮
- ❑ মুরগীর প্লেগ রোগ (Fowl Plague) ১৮৯
- ❑ মুরগীর বসন্ত (Fowl Pox) ১৯০
- ❑ মুরগীর প্রতিদিন জলের পরিমাণ ১৯৩
- ❑ হাঁস-মুরগীর বীমাকরণ প্রয়োজন আর্থিক কারণে ১৯৩

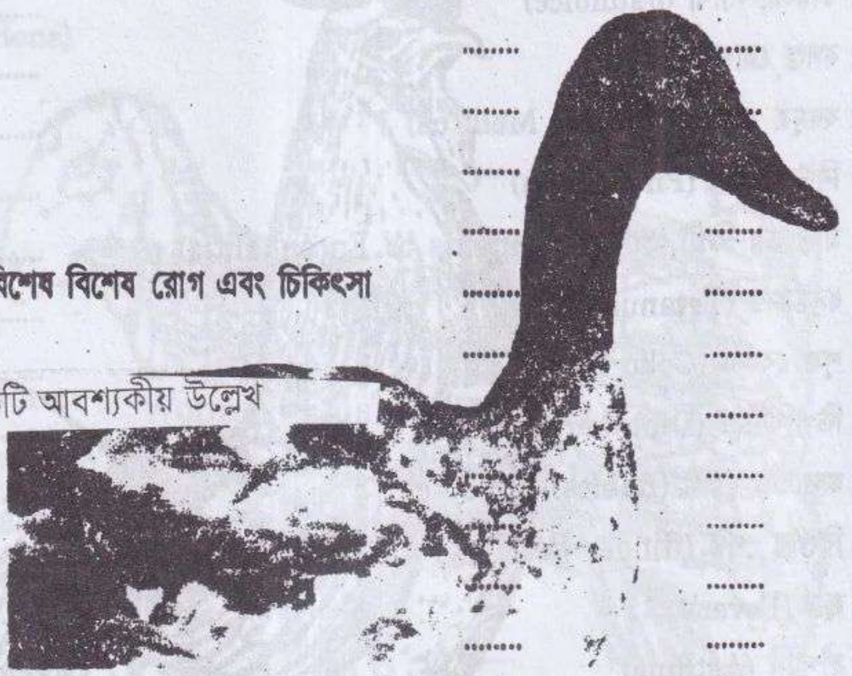

গবাদি পশুপালনের প্রয়োজনীয়তা

গবাদি পশু শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই নয়—স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনেও পালন ও পোষণ দরকার। কারণ গরু এবং মোষের দুগ্ধের মধ্যে যথেষ্ট প্রোটিন রয়েছে। তাছাড়া দুগ্ধজাত খাদ্যাদি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য।

প্রাচীনকালে বাংলার সম্পদের কতা উল্লেখ করতে গিয়ে প্রথমেই বলা হত—'গোয়াল ভরা গরু পুকুর ভরা মাছ আর মাঠ ভরা ধান।' আজ আর বাংলার সেদিন নাই। গ্রামীণ অর্থনীতিতে আজ দেখা দিয়েছে বিপর্যয়। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বর্তমানে গবাদি পশুর চাষ অনেক কমে গিয়েছে, পাশাপাশি যন্ত্রচালিত ব্যবস্থার সাহায্যে চাষ আবাদ হচ্ছে এবং বিকল্প পদ্ধতিতে বাইরের ভেজাল দেওয়া পাউডার মিল্ককে গরু মোষের দুধের সাথে মিশিয়ে বাজারে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে গ্রাম ও শহরের মানুষের শরীর ঐ দুধের ব্যবহারের ফলে শরীর স্বাস্থ্য আজ ভেঙে পড়তে দেখা যাচ্ছে এবং নানারকম নতুন নতুন রোগের সৃষ্টি হচ্ছে যা চিকিৎসা জগতের বোধগম্যের বাইরে। তাই গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে হবে ঘরে ঘরে গবাদি পশুর চাষ।

কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে কৃষির উন্নতিবিধান যেমন প্রয়োজন—সেইসঙ্গে প্রয়োজন গবাদি পশু, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পালনের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। হলপ করে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে—গৃহপালিত পশু-পক্ষী পালন দ্বারা আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও তথা অর্থনীতেক সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একান্ত প্রয়োজন।

সেইসাথে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি নিরামিষাহারীগণের খাদ্য তালিকায় একমাত্র (Animal Proteins) যে প্রোটিন আমাদের শরীর গঠনে অত্যন্ত প্রয়োজন। তাছাড়া গবাদি পশুর গোবর উত্তম সাররূপে ব্যবহার করলে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়। যদিও ভারতের গ্রামগঞ্জে গবাদি পশুর চাষ ধীরে ধীরে বাড়ছে, কিন্তু উন্নত ধরণের গবাদির জাতের সংখ্যা খুব কম। তবে এখন বাইরের দেশের দুগ্ধবতী গবাদির চাষের দিকে মানুষের লক্ষ্য ধীরে ধীরে বাড়ছে। তবে সেইসাথে তাদের রক্ষার জন্য চিকিৎসা পদ্ধতিরও উন্নতি ঘটছে ও পালনের জন্যও নিয়ম পদ্ধতি পরিবর্তন হচ্ছে। সুদূর ভবিষ্যতে এর ফল ভালই হবে বলে আশা করি।

গরু

গোপালন, পোষণ তথা চিকিৎসা-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গরুর শরীরের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে জ্ঞান তথা পরিচয় লাভ করা একান্ত দরকার :—

বিশেষ করে ডেয়ারী শ্রেণীর গাভী যাঁরা প্রতিপালন করতে চান তাঁরা এই ধরনের গাভী কেনার আগে, গাভীটির প্রতিটি অঙ্গ বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। [পরবর্তী অধ্যায়ে কোন শ্রেণীর গরুকে ডেয়ারী শ্রেণীর

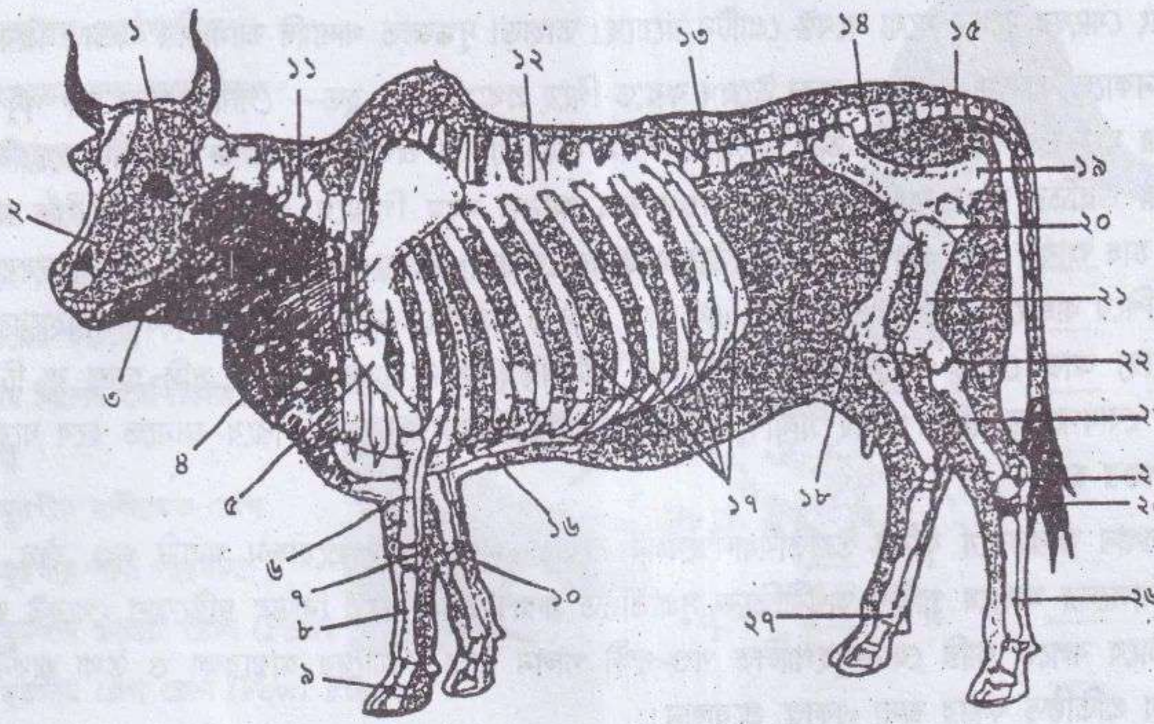

গরুর দেহকঙ্কালের বিভিন্ন অস্থিসমূহ

১। করোটিকা,	১০। জানুসন্ধি,	২০। শ্রোণী-সন্ধি,
২। নাসাপ্রকোষ্ঠ,	১১। গ্রীবাদেশীয় কশেরুকা,	২১। উর্বস্থি,
৩। চোয়াল,	১২। বক্ষীয় কশেরুকা	২২। ষ্টিফল্ সন্ধি,
৪। অংসফলক,	১৩। নিতম্বীয় কশেরুকা,	২৩। জঙ্ঘাস্থি,
৫। প্রগণ্ডাস্থি,	১৪। শ্রোণীয় কশেরুকা,	২৪। হক্-সন্ধি,
৬। বহিঃ প্রকোষ্ঠাস্থি ও অন্তঃ প্রকোষ্ঠাস্থি,	১৫। কক্সিজিয়াল কশেরুকা,	২৫। টার্সাল অস্থি,
	১৬। উরঃফলক,	২৬। মেটাটার্সাল অস্থি,
৭। কার্পাল অস্থি,	১৭। পাঁজরাসমূহ,	২৭। ফেটলক সন্ধি।
৮। মেটাকার্পাল অস্থি,	১৮। প্যাটেল্লা,	
৯। ফ্যালাঞ্জেস বা অঙ্গুলিঅস্থি,	১৯। শ্রোণীচক্র,	

গরু বলা হয়েছে তা বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।] ডেয়ারী শ্রেণীর গরু সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। (ক) কোন্ জাতের গরু (Breed); (খ) বংশধারা কিরূপ (Pedigree): (গ) দুগ্ধ উৎপাদন জনিত পরিসংখ্যা বা রেকর্ড (Production Records) এবং (ঘ) চেহারা (Physical Appearance)।

যতই ভালো জাতের গরু হোক না কেন—নির্বাচনের সময় তার দৈহিক চেহারার উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। অতএব 'দৈহিক চেহারার অঙ্গগত প্রতিটি খুঁটিনাটি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা একান্ত আবশ্যক। অন্যান্য জাতের গরু নির্বচনের ব্যাপারেও দৈহিক চেহারার উপর মোটামুটি গুরুত্ব আরোপের জন্যই বলা হয়। 'আগে দর্শণধারী, পরে গুণবিচারি''।

পৃথিবীর মধ্যে গো-পালন গ্রেট ব্রিটেন (Great Britain) THE WORLDS STUDY FARM বলে পরিচিত। এই দেশই সংকরায়নের মাধ্যমে গরুর জাতি, প্রজাতির পথপ্রদর্শক। গরুর মধ্যে ৩০ জোড়া ক্রমোজোম (Chromosome) থাকে।

সাধারণত ৩০ ভাগে এদের জাতি বা প্রজাতির ভাগ করা যায় : (গরুর ক্ষেত্রে)

(১) শুধু মাংসের জন্য : **(Beef Breed)**

(ক) সাক্সেস (Sussex)
(খ) গেলওয়ে (Galloway)
(গ) সর্ট হর্ণ (Short Horn)
(ঘ) এভিরডিন (Aberdeen), অংগাস (Angus) ইত্যাদি।

(২) দুধের জন্য **(Milch Breed)**

(ক) গুয়ার্নজি (Guernsey)
(খ) জার্সি (Jersey)
(গ) হলস্টিন ফ্রিজিয়ান (Holstein Friesian)
(ঘ) আয়ারশায়ার (Ayrshire)
(ঙ) ব্রাউন সুইস্ (Brown Swiss) ইত্যাদি।

(৩) উভয় কাজের জন্য **(Daul Purpose Breed)**

(ক) ওয়েলস ব্ল্যাক (Welsh Black)
(খ) সাউথডেবন (South Deveon)
(গ) লিঙ্কনসায়ার (Lincoin shire)
(ঘ) ডেক্সস্টার (Dexter)
(ঙ) রেডপল (Redpoll)

ভারতের বিভিন্ন জাতি/প্রজাতির গরু

● **ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এই জাতের গরু পাওয়া যায় :**

(১) থারপারকার (Trhrparkar)
(২) সিরি (Siri)
(৩) রেড সিন্ধি (Red Sindhi)
(৪) সাহিয়াল (Sahiwal)
(৫) মালবী (Malvi)
(৬) কৃষ্ণভ্যালী (Krishna Valley)
(৭) খিলারী (Khilari)
(৮) নাগোরি/নাগৌরী (Nagori/Nagouri)
(৯) রথ (Rath)
(১০) অঙ্গোল (Ongole)

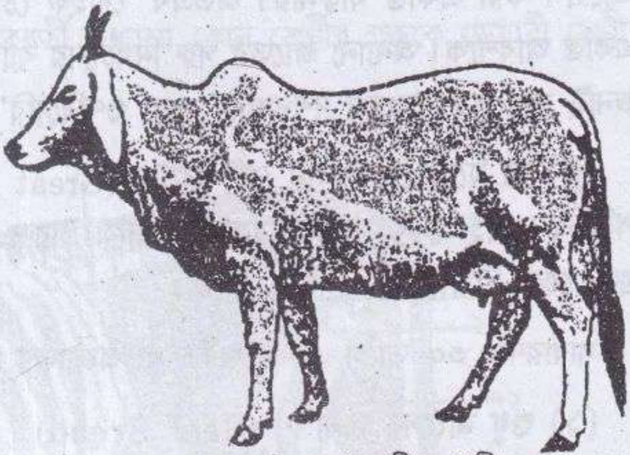
রথ শ্রেণীর গাভী

● **সংকর জাতের গরু :**

(১) জার্সি (Jersey)
(২) ব্রাউন সুইস (Brown Swiss)
(৩) হলাস্টিন ফ্রিগিয়ন (Holstein Friesian)

● **পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত বিভিন্ন প্রজাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় :**

১ সাহিয়াল (Sahiwal)

(ক) বাসস্থান—পাকিস্তানের দক্ষিণ ও মধ্য শুষ্ক অঞ্চলে 'এবং মোন্টাগোমারি জেলায় (অধুনা সাহিয়াল জেলা) বাসস্থান।

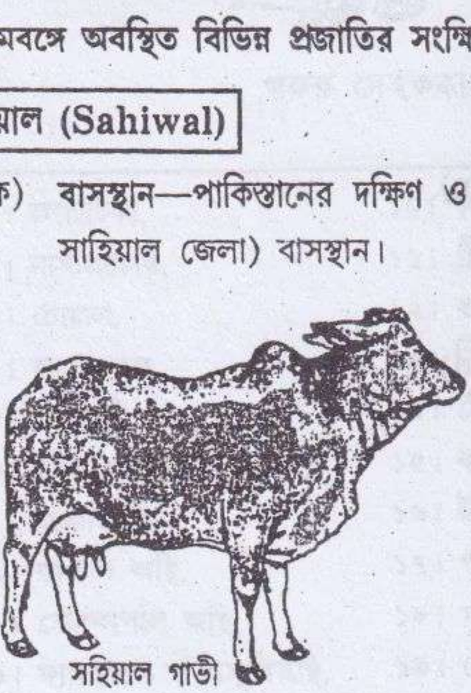
সহিয়াল গাভী

অয়ারসায়ার ও সহিয়াল মিলনে সঞ্জাত গাভী

(খ) **সংক্ষিপ্ত বিবরণ**—এই জাতের গরু 'লোলা' (Lola) বলে পরিচিত যেহেতু এদের চামড়া প্রচণ্ড উন্নত ও হালকা (Loose) ধরনের। চওড়া মাথা, ছোট শিং মসৃণ চামড়া, উন্নত পালান, মুখ চওড়া, কান মাঝারী ধরনের। লেজ লম্বা, সাদা বাদামী রং-এর মিশ্রণ আবার বিবর্ণ লাল রং (Pale Red) প্রভৃতি দেখা যায়।

(গ) **উপকারিতা**—এরা সাধারণত দোয়াল গরু হিসাবে পরিচিত। ৩০০ দিনে ২৭০০-৩১৫০ কেজি দুধ দেয়। সাহিয়াল বৃষ (Sahiwal Bull) সাধারণত স্থানীয় জাতিকে সঙ্করায়ণ করতে ব্যবহার করা হয়।

২ রেড সিন্ধি (Red Sindhi)

(ক) **বাসস্থান**—পাকিস্তানের করাচীর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম এলাকায় হায়দরাবাদে পাওয়া যায়।

(খ) **সংক্ষিপ্ত বিবরণ**—সুদৃঢ় মাপের জন্তু। মাঝারী ধরনের মাথা। ছোট মোটা শিং। চওড়া কপাল, সুদৃঢ় পালান, পিঠের কুঁজ (Hump) ভারী ধরনের। কালচে লাল রং (Dark, Red)।

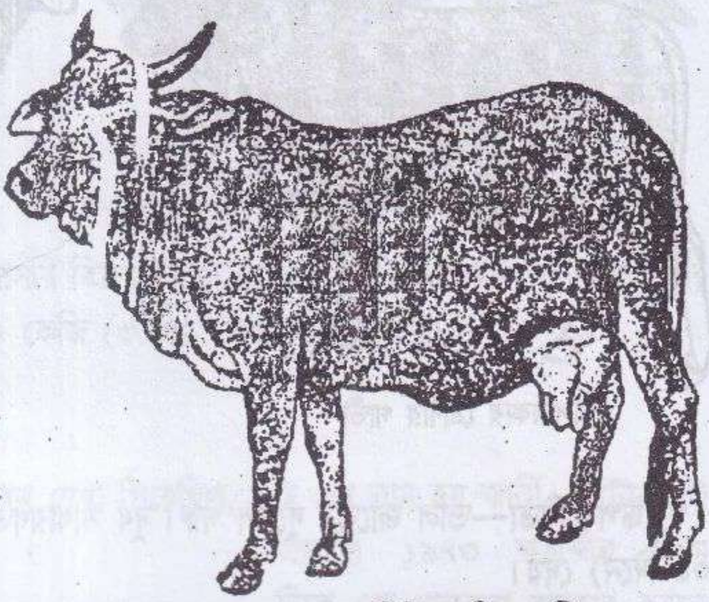

রেড সিন্ধি শ্রেণীর গাভী

(গ) **উপকারিতা**—ভারতীয় জাতের গরুর মধ্যে ইহা মিতাচারী দুধালো গরু (Economic Milch Animal) যাহার ৩০০ দিনের দুধের পরিমাণ ১০০০ কেজি।

৩ সিরি (Siri)

(ক) **বাসস্থান**—দার্জিলিং, ভুটান ও সিকিমের পার্বত্য অঞ্চলে পাওয়া যায়।

(খ) **সংক্ষিপ্ত বিবরণ**—গরু সাধারণত ১.২২ মিটার ও গড় ১.৩৭ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন। মাথা ছোট। কপাল চওড়া, শিং তিশূলাকার, গলকম্বল (Dewlap) প্রকট নহে। শক্ত পা, রং সাধারণত কালো সাদা মিশ্রণ এবং লাল সাদা মিশ্রণের।

(গ) **উপকারিতা**—গাড়ী টানার পক্ষে উপযুক্ত ৩-৫ কুইন্ট্যাল মাল পাহাড়ী রাস্তায় নিয়ে চলতে পারে। যদি সুষম খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে দেওয়া হয় তাহলে ৬ লিটারের মত দুধ প্রত্যহ দিতে পারে। চর্বির পরিমাণ ৫-৬%।

৪ থারপারকার (Tharparkar)

(ক) বাসস্থান—পাকিস্তানের থারপারকার জেলায় পাওয়া যায়।

(খ) সংক্ষিপ্ত বিবরণ—শক্ত ও মাঝারী ধরনের জন্তু। লম্বা ধরনের মুখ, কানগুলো ঝুলে পড়ার মত (Drapping ears), পিঠের কুঁজ মাঝারী ধরনের, গলকম্বল উন্নত, ঝুলন্ত পালান, সুন্দর লেজ, সাদা বা ধূসর রং-এর হয়।

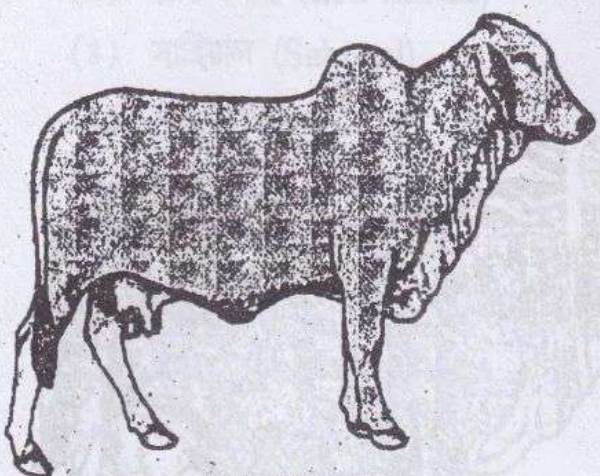
থারপারকার শ্রেণীর গাভী

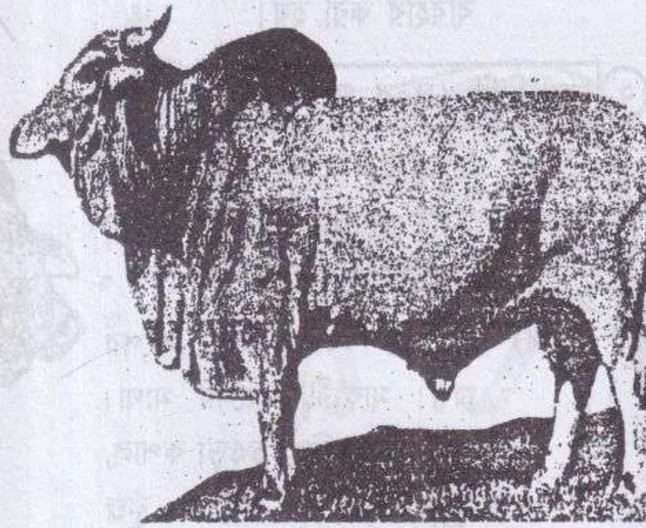
থারপারকার শ্রেণীর ষাঁড়

(গ) উপকারিতা—ভাল জাতের দুধেল গরু। দুধ সাধারণত ১২০০ কেজি (২৮৬ দিনে) ও ৪৫০০ কেজি (৩০৫ দিনে) দেয়।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সংকর জাতের প্রজাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১ হলস্টিন ফ্রিজিয়ন (Holstein Friesian)

১৯০৯ সালে The British Friesian Covel Society তৈরী হওয়ার পর থেকে এই প্রজাতির পরিচিতি ক্রমশ গোপালক বা খামারীদের নজরে আসতে থাকে। বিশেষত প্রজাতির উন্নয়নের জন্য এবং তাহার দুগ্ধ উৎপাদন গুণাবলীকে তুলে ধরার জন্য এই প্রজাতির গরুকে নিয়ে বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট হন।

(ক) বাসস্থান—ফ্রিজিয়ন বলে একটা দ্বীপে প্রথম ইহা পাওয়া যায় বলে ইহাকে এই নামের পরিচিতি দেওয়া হয়।

(খ) সংক্ষিপ্ত বিবরণ—ইহার রং সাধারণত সাদা বা কালো হয়। হকল (Huckle) ও হাঁটুর (Knee) সন্ধিস্থলে সাদা রং দেখতে পাওয়া যায়। শিং, "সর্ট হর্ণ" (Short Horn) জাতীয় প্রজাতির

মতো আকারের হয়। আর ঠিক সর্ট হর্ণ প্রজাতির মতো লম্বাটে ধরনের হয়। মাংসের জন্য পালিত একটি গরুর ওজন গড় ৬৭৫ কেজি।

(গ) উপকারিতা—ইহারা চাষের কাজের জন্য যেমন উপকারী তেমন উৎপাদনকারী হিসাবেও গণ্য করা হয়। যত রকমের প্রজাতি পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায় তার মধ্যে এই প্রজাতির দুগ্ধ উৎপাদন ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। ইহাদের দুগ্ধ উৎপাদন ক্ষমতা বছরে গড়ে ১০,০০০ কেজির বেশি, তবে ১৫,০০০ কেজিও দুগ্ধ দেওয়া প্রমানিত হয়েছে নিজ ক্ষেত্রে। ইহার দুগ্ধ সরাসরি বিক্রয় (ছানা তৈরির জন্য) লাভজনক। এদের দুগ্ধের উৎপাদন ৩০৫ দিনে গড়ে ৬১২০ কেজি (৩.৬% স্নেহজাতীয় পদার্থ)।

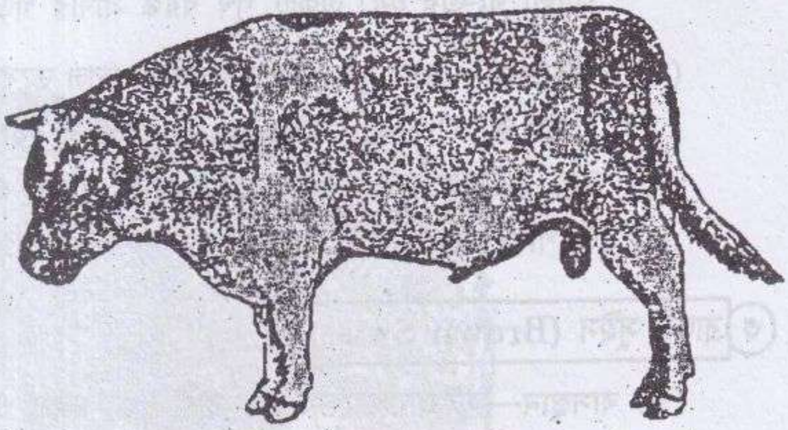
হলস্টিন প্রজাতির ষাঁড়

২ জার্সি (Jersey)

এই প্রজাতি 'জার্সি' বলে একটা দ্বীপে প্রথম দেখা গিয়েছিল, তাই এর নাম হয় জার্সি। ব্রিটেনে এই প্রজাতি ১৯৭৩ শতাব্দীর প্রথম দিকে গো-পালকরা ব্যবহার করতে শুরু করে। যেহেতু এই প্রজাতির গরুর অতি সহজেই লালন-পালন করা যায় তাই আজ প্রতিটি ঘরে এই জাতীয় সংকর গরুর প্রচলন একটু বেশি মাত্রায় দেখা যায়। তাছাড়া ইহার দেহে চর্বির মাত্রা বেশি হওয়ার দরুণ বাজারে ইহার দামও ভাল পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে ফ্যাটি হওয়ার উপর দাম নির্ধারিত হয়।

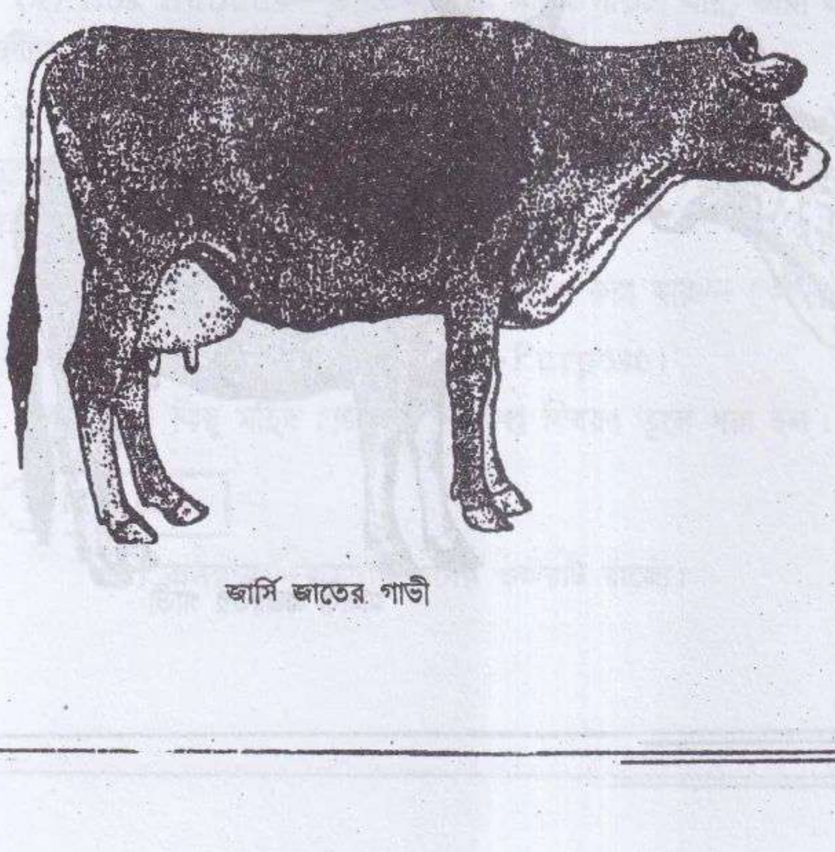
জার্সি জাতের গাভী

(ক) বাসস্থান—ইহার উৎপত্তি 'জার্সি' বলে একটি দ্বীপে।